# রোমের ইমানদারদের কাছে লেখা হযরত পৌল রা. চিঠি

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

### রুকু: ১২

[১]সুতরাং, ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর অপার অনুগ্রহের জন্য, আমি তোমাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, তোমরা তোমাদের শরীরকে আল্লাহর কাছে কবুল যোগ্য, পবিত্র ও জীবিত কোরবানি হিসাবে উপস্থাপন করো, এটাই তোমাদের রুহানি ইবাদত।

[২]এই দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলো না, বরং তোমাদের মনের পুনরায় নবীনীকরণের মাধ্যমে রূপান্তরিত হও, যেনো তোমরা বুঝতে পারো আল্লাহর  ইচ্ছা কী - কোনটা ভালো, গ্রহনযোগ্য এবং নিখুঁত।

[৩]আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে আমি তোমাদের সবাইকে বলছি- তোমরা নিজেদেরকে যতোটা মনে করা উচিৎ তার থেকে উচ্চতর বা বড়ো কিছু মনে করো না, বরং আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেককে যে পরিমাণ ইমান দিয়েছেন, সেই পরিমান অনুসারে আত্ম-সংযত ভাবে চিন্তা করো।

[৪]কারণ আমাদের যেমন একটি শরীরে অনেক অঙ্গ আছে এবং সব অঙ্গের কাজ একই রকম নয়, [৫]তেমনিভাবে আমরা যদিও অনেক কিন্তু মসিহের মধ্যে এক দেহ, এবং আমরা একে অন্যের অঙ্গ।

[৬]আমাদেরকে দেওয়া রহমত অনুসারে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দান পেয়েছি: তা যদি হয় নবির মতো কথা বলা, তাহলে এসো, ইমান অনুসারে আমরা কথা বলি; [৭]ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের বিষয় হলে, এসো ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করি; শিক্ষা দেবার দান হলে, এসো শিক্ষা দেই;

[৮]উপদেশদাতা হলে, এসো উপদেশ দেই, দান করার হলে, এসো খোলা হাতে দান করি; নেতৃত্ব দেবার হলে, এসো অধ্যবসায়ের সাথে নেতৃত্ব দেই; দয়া করার হলে, এসো আনন্দ মনে দয়া করি।

[৯]তোমাদের মহব্বত হোক নির্ভেজাল; যা মন্দ তা ঘৃণা করো, যা ভালো তা আকড়ে ধরে রাখো; [১০]একে অন্যকে ভাই-বোনের মতো মহব্বত করো; নিজের থেকে অন্যকে বেশি সম্মান করো।

[১১]যেখানে উদ্দীপনা প্রয়োজন, সেখানে শিথিল হয়ো না বা সেখানে পিছিয়ে পড়ো না, রুহে অত্যন্ত উৎসাহী হও, আল্লাহর খেদমত করো।

[১২]আশা নিয়ে আনন্দ করো, কষ্টের সময় ধৈর্য ধরো, একাগ্রচিত্তে মোনাজাত করো।

[১৩]আল্লাহর ওলিদের অভাবে সাহায্য করো; অপরিচিতদের মেহমানদারিতে ব্যস্ত থাকো।

[১৪]যারা তোমাদের ওপর অত্যাচার করে, তাদের জন্য দোয়া করো; অভিশাপ দিয়ো না বরং দোয়া করো।

[১৫]যারা আনন্দ করে, তাদের সাথে আনন্দ করো; যারা কাঁদে, তাদের সাথে কাঁদো।

[১৬]একে অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকো; অহঙ্কারী হয়ো না বরং নম্রদের সাথে সংযুক্ত থাকো; তোমরা যতটুকু জ্ঞানী তার চেয়ে নিজেদেরকে অধিক জ্ঞানী বলে মনে করো না।

[১৭]অন্যায়ের বদলে কারো প্রতি অন্যায় করো না বরং সব মানুষের চোখে যা ভালো তা-ই করো।

[১৮]যদি সম্ভব হয়, তোমাদের পক্ষে যতো দূর সম্ভব, সবার সাথে শান্তিতে বাস করো।

[১৯]প্রিয়জনেরা, তোমরা নিজেরা প্রতিশোধ নিয়ো না, কিন্তু আল্লাহর গজবের জন্য জায়গা ছেড়ে দাও; কারণ একথা লেখা আছে, "প্রতিশোধ নেওয়া আমার কাজ, আমিই প্রতিফল দেবো-একথা আল্লাহ বলেন।"

[২০]না, "তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাহলে তাকে খেতে দাও, তার যদি পিপাসা পায়, তাহলে তাকে কিছু পান করতে দাও; কেননা এটা করার মাধ্যমে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লার স্তূপ বানাবে।"

[২১]মন্দের দ্বারা পরাজিত হয়ো না, বরং ভালো দিয়ে মন্দকে পরাজিত করো।